REG. NO. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

৯ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৮ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৯ ইংরাজী 25th October 1922. | ২১শ সংখ্যা।

**জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী**

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

**সুদর্শন সালসা।**

( সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। )

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

**টীকার অষ্টোত্তর শতনাম।**

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। মূল্য মাত্র /০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার
জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)





দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের **কেশরঞ্জন তৈল।** কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন ( টাক ) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা ; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা ; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

## অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

| | | |
|---|---|---|
| মূল্য প্রতি শিশি | ... | ১৷০ দেড় টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাশুল | ... | ৷৵০ নয় আনা। |

## হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

**কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং্র**

**আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।**

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।


# হিলিংবাম

গত ২৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

**ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।**

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

**স্যাঙ্গো**

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি ( ১৬ দিনের উপযোগী ) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

**আর, লগিন এণ্ড কোং**

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম---"হিলিং", কলিকাতা

## ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হারিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোরো ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ।

৮ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৯ সাল।


## জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

—:০:—

কাশিমবাজারের অনারেবল্ সার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এবং মৌলবী একরাম আলি হক ভাইস্-চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

## প্রাপ্ত

—:০:—

"সহানুভূতি"

গত ৭ই কার্ত্তিক উত্তর বঙ্গের বন্যা প্রপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহের জন্য "তিলডাঙ্গা Flud Committee"র অধিনেতৃত্বে একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। উক্ত শোভাযাত্রায় কাঞ্চনতলা ও ধুলিয়ানস্থ ভদ্রমণ্ডলী বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কাঞ্চনতলায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ৭০৷৶০ সংগ্রহ করেন। পর দিবস ৮ই কার্ত্তিক উক্ত শোভাযাত্রা ধুলিয়ান সহরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা ৪৩৷/১৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। মোট ১৪৩৸৶/১৫ সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত টাকা "বেঙ্গল Flud Committee"র সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহোদয়ের নিকট পাঠান হইল। ভবিষ্যতে আরও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। এই সহানুভূতি কার্য্যের উৎসাহ: বর্দ্ধক স্থানীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবুবসন্ত কুমার সরকার মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। —ইতি ১৩২৯। ৯ই কার্ত্তিক।

শ্রীযামিনীমোহন দাস
ধুলিয়ান।

## মিনার্ভা থিয়েটার ভস্মীভূত।

—:০:—

গত বুধবার প্রাতে ১১টার পরে বিডন ষ্ট্রীটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জিনিষ সহিত মিনার্ভা থিয়েটার ভস্মীভূত হইয়াছে। একখানি নাটকের রিহার্সেল হইতেছিল, হঠাৎ থিয়েটারের লোকেরা দেখিতে পাইল যে, পটমণ্ডপের পশ্চাদ্দিক হইতে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ভিতরের লোকেরা ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত গৃহে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। থিয়েটারের লোকেরা অতিকষ্টে গৃহের বাহিরে আসিল। ভিতর হইতে ধূম বাহির হইয়া চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

ফায়ারব্রিগ্রেডকে যথাসময় সংবাদ দেওয়া হইল। তাহারা ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ আরম্ভ করিল। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ৩০টী হোস দ্বারা জল দেওয়া হইতে লাগিল। ফায়ারব্রিগ্রেডের লোকদের কার্য্যকুশলতায় পাশের বাড়ীতে আগুন লাগিতে পারে নাই। থিয়েটর গৃহের ষ্টোর, পটমণ্ডপ প্রভৃতি সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। মূল্যবান পোষাক, আসবাব পত্র ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ পত্র ও বাড়ীর টিনের ছাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র অট্টালিকার সম্মুখভাগ ও বুকিং আফিস একবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই, কিন্তু এ গুলিরও ক্ষতি হইয়াছে। থিয়েটার গৃহের সংলগ্ন রেষ্টুরেণ্টের কতকটা পুড়িয়া গিয়াছে।

ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। আগুন লাগিবার কারণ এখনও জানা যায় নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইলেক্‌ট্রিক্ তার জ্বলিয়া উঠিয়া এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে এইরূপ ইলেক্‌ট্রিক জ্বলিয়া উঠায়, অনেক মূল্যবান ছবি পুড়িয়া গিয়াছিল।

## সাইকেলে কাশী যাত্রা।

—:০:—

কয়েক জন বঙ্গীয় যুবক সাইকেলে চড়িয়া কলিকাতা হইতে কাশী যাত্রা করেন। বুধবারে তাঁহারা কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। গত শুক্রবার তাঁহারা কুলটীর লোহার কারখানাগুলির নিকট পৌঁছিয়াছেন। দুই দিনে তাঁহারা ১৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। মোট দশজন যাত্রা করেন, দশজনই অনায়াসে কুলটীতে পৌঁছেন। কুলটী হইতে তাঁহারা সকলেই ধানবাদের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এইভাবে চলিতে থাকিলে বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষভাগেই তাঁহারা কাশীতে পৌঁছিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

## বালকের সাহসিকতা।

—:০:—

গত ১৫ই অক্টোবর বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় কুমারটুলীর বাবু শরৎ চন্দ্র বক্সীর নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীদাম গোলাবাড়ী প্রেস জেটী হইতে হঠাৎ হুগলী নদীতে পুড়িয়া যায়। তাহা দেখিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠে। শ্মশানেশ্বর সন্তরণ সমিতির সভ্য বিভুতিভূষণ ঘোষ এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং বালকটীকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে। বিভুতির বয়স মাত্র পনর বৎসর।

## মুসলমান রমণীর মহত্ত্ব।

—:০:—

মুলতানের দাঙ্গাহাঙ্গামের সময় আল্লা-বাসাই নাম্নী জনৈক জোলাপত্নী ৪০।৫০ জন হিন্দুরমণী ও শিশুদের আশ্রয় দানে জীবন রক্ষা করেন। বিপন্নেরা যখন তাহার গৃহে আশ্রয় লয়, তখন তাহার ঘরে মোটে ১ পোয়া আটা ছিল। তিনি নিজ সন্তানকে অনাহারে রেখে আশ্রিত শিশুদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করান।

## উপাসনায় বিপদ!

—:০:—

হাজারীবাগ জেলে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে উপাসনা করায় ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল রাজবন্দীদের সাজা দিয়েছেন। উপাসনায়ও বিপত্তি!

## অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার।

—:০:—

একজন জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে নতুন রকমের এক অদ্ভুত শক্তির আবিষ্কার করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এই শক্তিটা ঠিক চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির মত, অথচ চৌম্বক শক্তি নয় মোটেই। চুম্বকের ক্ষমতা লোহার উপরই কার্য্যকরী হয় মাত্র, কিন্তু নতুন আবিষ্কৃত এ শক্তির সাহায্যে নাকি সোনা, রূপা, লোহা, তামা ইত্যাদি যাবতীয় ধাতব জিনিষই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। আর শীঘ্রই এই শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে দেবার মতলব হচ্ছে। তার-শূন্য টেলিগ্রাম যন্ত্রের এই শক্তির সাহায্যে আরও অনেক উন্নতি হবার আশা আছে। টেলিফোনের ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের পরিবর্ত্তে এই আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে কাজ আরও সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সমান রকমের একটা ইলেক্ট্রোম্যাগ্‌নেটের শক্তির চেয়ে এর শক্তি ৩০০ হইতে ৫০০ গুণ বেশী। যদি সত্যি সত্যিই এই অভিনব শক্তিটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে, তবে টেলিগ্রাফে মিনিটে ২০০ চিঠি পাঠানো যেতে পারবে।

## ২০০ মাইল পাল্লার পক্ষ দেখানো আলো

—:০:—

এরোপ্লেনের ওড়বার পাল্লা ক্রমশঃই দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠছে। রাত্রি বেলায় চলাচলও ক্রমশঃ অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। অত

উঁচুতে রাত্রির অন্ধকারে উঠলে নীচের কিছুই মালুম হয় না—খালি অসীম দিগন্ত বিস্তৃত জমাটবাঁধা অন্ধকাররাশি। কাজেই পথ ভুলে কোথা থেকে কোথায় চলে যায় তার ঠিক থাকে না। রাত্রের অন্ধকারে এরোপ্লেনের পথ চিনে ফিরে আসার জন্য সমুদ্রের মধ্যে আলোক-স্তম্ভের মত যাতায়াতের রাস্তার বরাবর আলোক-স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছে অনেক দিন আগে থেকেই, কিন্তু ওসব আলোর পাল্লা সাধারণতঃ ৪০ থেকে ৫০ মাইলের বেশী হয় নাই। ফ্রান্স থেকে লণ্ডন প্রভৃতি সহরের বরাবর যে আলোক স্তম্ভগুলি বসানো হয়েছে সেগুলোর আলো ওর চেয়ে বেশীদূর যেতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি ফ্রান্সের এফ্রিক পর্ব্বতে ওই রকমের প্রকাণ্ড একটা আলোক স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে—যার আলো আর সবাইকে নিষ্প্রভ করে দেবে। আলোকটা হবে লক্ষকোটী "ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের" আর আলোর পাল্লায় পরিষ্কার দিন হবে—প্রায় ২০০ মাইলের উপর। এটা হবে ফ্রান্স ইতালী আর এল্‌জিরিয়ার আকাশ-পথের আন্তর্জ্জাতিক প্রধান পথপ্রদর্শক—আলোক-স্তম্ভ।

---

## আশ্চর্য্য পরিণয় সংঘটন।

—:০:—

২২ বৎসরের কনে ৮ বৎসরের বর সিন্ধুর অন্তর্গত হায়দ্রাবাদের সবজজের এজলাসে একটি আশ্চর্য্য পরিণয়চ্ছেদের মোকর্দ্দমা চলিতেছে। মুসামত বানু নাম্নী একজন মুসলমান রমণী অভিযোগ করিয়াছে যে, তাহার নিজের অমতে তাহার খুড়া একজন ৮ বৎসরের বালকের সহিত তার নিকা দিয়াছিল। এরূপ বিবাহ কোন মতেই সম্ভবপর নহে। বিচারে স্থির হইয়াছে যে, এ বিবাহ আইনতঃ হইতে পারে না।

---

## ১৬১ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা।

—:০:—

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে একটি রমণীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার বয়স নাকি ১৬১ বৎসর রমণীটি সম্প্রতি হ্যানজাদা সহরে বাস করিতেছে। আরও সুখের কথা এই যে, রমণীটীর কোন অসুখ বিসুখ নাই।

---

## রুটীর বয়স।

—:০:—

৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বের রাজা জনের আমলের একখানা রুটী এখন পর্য্যন্ত সোর পরিবারে আছে। সম্প্রতি জনৈক ফরাসী একখানি এশিরিয়ান রুটী আবিষ্কার করেছেন, সেটাবোধহয় খৃঃ পূঃ ৫৬০ অব্দে প্রস্তুত। পম্পাই নগরে কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি বহু যুগ পূর্ব্বের রুটী পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের উপরে প্রস্তুতকারীর নাম খোদান আছে।

---

কেন ?

# আমাদের জীবন দশা।

## অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ ইন্দ্রিয় সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন পদ্ধতি, মন সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়। এই সুযোগ অধিক দিন থাকিবেনা; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশও হইতে পারেন।

## চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

## লৌহভস্ম।

এই ভস্ম প্রস্তুত করিতে অতি মূল্যবান উপাদান সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা রক্তকে গাঢ় এবং শরীরে শক্তি সঞ্চার করে এবং দেহ লৌহের মত শক্ত করে। মূল্য প্রতি তোলা ৫৲ টাকা মাত্র।

কবিরাজ—

**মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।**

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

# ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা অস্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# সুরমা

## ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

## সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

## জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

## মিল্ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ। রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

**কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।**

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

## বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

## অপেরীণ।

সর্ব্ব প্রকার ফোঁড়া, ব্রণ, বাগী, ফুলা এমন কি পৃষ্ঠব্রণ, ভগন্দর প্রভৃতি কঠিন ও অসাধ্য রোগের অব্যর্থ এবং একমাত্র মহৌষধ। যাহারা অস্ত্র চিকিৎসার বিপক্ষ এবং ইহাতে ভীত হন, তাহাদের পক্ষে "অপেরীণ" একমাত্র সুহৃদ ও অতি উৎকৃষ্ট অলৌকিক আবিষ্কার। ইহা বাহ্য প্রয়োগেই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় এবং কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণার বা পারদাদি মিশ্রিত অনিষ্টকর পদার্থ নাই। যে কোনরূপ ফোঁড়া বাগী হউক না কেন, ইহা প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলে মন্ত্রের ন্যায় বসিয়া যাইবে এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায় এরূপ আশু হিতকারী মহৌষধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই অন্ততঃ ১ এক শিশি গৃহে রাখা আবশ্যক। সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৹ আনা।

একত্রে ৩ " " ৩৲ " "

**সোল এজেন্ট—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা